যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন!

(২০০৫ সাল থেকে প্রচারিত)

ইসলামে শৈথিল্যবাদ ও চরমপন্থা কোনটারই অবকাশ নেই। আল্লাহ বলেন, আমরা তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি। যাতে তোমরা মানবজাতির উপরে (ক্বিয়ামতের দিন) সাক্ষী হ'তে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হন' *(বাক্বারাহ ২/১৪৩)*। সাক্ষ্যদাতা উম্মত সর্বদা মধ্যপন্থী হয়ে থাকে। আর এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্র 'শ্রেষ্ঠ জাতি' হওয়ার চাবিকাঠি *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। কিন্তু কিছু মানুষ ক্ষমতা দখলকেই 'বড় ইবাদত' এবং 'সব ফরযের বড় ফরয' বলে থাকেন। যেভাবেই হৌক ক্ষমতা দখলই তাদের মূল লক্ষ্য। সেকারণ চরমপন্থাকে তারা অধিক পসন্দ করেন। এদের কারণে ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে জঙ্গীবাদী ধর্ম হিসাবে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছে।

বর্তমান যুগে ইসলামী জিহাদকে 'জঙ্গীবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করাটাও শয়তানী তৎপরতার একটি অংশ মাত্র। একটি পরাশক্তি তার প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক পরাশক্তিকে আফগানিস্তান থেকে হটানোর জন্য অঢেল অর্থ ব্যয় করে ও আধুনিক অস্ত্রের যোগান দিয়ে গত শতাব্দীর শেষদিকে জিহাদের নামে 'তালেবান' সৃষ্টি করে। পরে উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেলে তাদেরকে সন্ত্রাসী জঙ্গীদল বলে আখ্যায়িত করে। একই পলিসি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হচ্ছে। তাদের টার্গেটকৃত মুসলিম রাষ্ট্রটিকে জঙ্গীরাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে তাদের স্বার্থ হাছিলের কপট উদ্দেশ্যে পরাশক্তিগুলি এসব অপকর্ম করে যাচ্ছে বলে সরকারের অভিজ্ঞ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের প্রকাশিত মন্তব্যে জানা যায়।

তাদের চক্রান্তের অসহায় শিকার হচ্ছে বিভিন্ন মুসলিম দেশের স্বল্পবুদ্ধি তরুণ সমাজ। অনেক সময় বিদেশীরা তাদের এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে এদেরকে ধর্মের নামে জিহাদ ও ক্বিতালে উসকে দেয়। অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে লালন করে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলে। অতঃপর তাদেরই অদৃশ্য ইঙ্গিতে এরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং মিডিয়ার সংবাদ শিরোনামে পরিণত হয়। আসল হোতারা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরপর দেশের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে বিদেশী আধিপত্যবাদীরা তাদের অন্যায় স্বার্থ হাছিল করে *(আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** রচিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বইয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য; ২য় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর'১৩)*।

ইসলামের নামে প্রচলিত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভূমিকা সর্বদা আপোষহীন। লেখনী, বক্তৃতা, ফৎওয়া প্রভৃতির মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সংগঠনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করা হ'ল।-

জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিরুদ্ধে আমীরে জামা'আতের আপোষহীন বক্তব্য সমূহের কিছু নমুনা :

১. ১৯৯৮ সালের ২৫শে মে চিলড্রেন্স পার্কে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাতক্ষীরা যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামা'আতের ভাষণ :

'আপনারা বলুন! বোমাবাজির রাস্তা কি কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী জায়েয আছে? বলুন! কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করা কি জায়েয আছে? রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মান হামালা 'আলাইনাস সিলা-হ ফা লাইসা মিন্না' অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি মুসলমানের বক্ষ লক্ষ্য করে অস্ত্র উত্তোলন করল, সে মুসলমানের দলভুক্ত থাকল না'। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'আল-কাতেলু ওয়াল-মাকতূলু কিলা-হুমা ফিন-নার' অর্থাৎ 'হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী'। অতএব হাদীছ মওজূদ থাকতে কেমন করে আমি আমার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করতে পারি? অতএব বুলেটের রাজনীতি এদেশে চলবে না'।

২. ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে ২৫শে মে'০২ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত আমীরে জামা'আতের ভাষণ :

'আমাদের যে আন্দোলন চলছে, অন্যেরা এটা খুব ভাল চোখে দেখছে এটা মোটেও ভাববেন না।... 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাংলার যমীনে জোরেশোরে সুসংগঠিতভাবে এগিয়ে যাক এটা কি অন্যেরা পসন্দ করবে? আর সেজন্যই এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য জিহাদ ও ক্বিতালের শ্লোগান তোলা হয়েছে। যাতে জিহাদের নাম করেই 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ছেলেদেরকে, আহলেহাদীছের এই তাজা ছেলেগুলিকে টান দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আপনাদেরকে ভুলানো হচ্ছে জিহাদের নাম করে। খবরদার! এগুলো জিহাদ নয়, জিহাদের ব্যবসা।... যারা আজ জিহাদ করছে কালকে তারা খেতে পেত না। অথচ আজকে হোণ্ডা নিয়ে আর মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অর্থ পাচ্ছে কোথায়?... আপনার মুভমেন্টকে খতম করার জন্য আপনার ঘরেই লোক লাগানো হয়েছে। সাবধান থাকবেন। জিহাদ ও ক্বিতাল যেটাই বলুক না কেন উদ্দেশ্য আপনি, আপনার সংগঠন খতম করা। ইসলামী দল বাংলাদেশে তো আরও রয়েছে, তাদের মধ্যে তো এগুলো নেই! কারণ টার্গেট আপনি। অতএব সাবধান হয়ে যান কোন ধোঁকায় পা দিবেন না'।

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লেখনী সমূহের কিছু নমুনা :

১. ‘জিহাদ’-এর অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র’ *ইক্বামতে দ্বীন ২৭ পৃ. (দরসে কুরআন, মাসিক আত-তাহরীক জুলাই’০৩; বই আকারে ১ম প্রকাশ : মার্চ’০৪)*।

২. ‘রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার স্বার্থে সশস্ত্র প্রস্তুতি হিসাবে দেশে সুশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা হয়। এর পরেও কারো জন্য বেআইনীভাবে সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণের অনুমতি ইসলামে নেই’ *(ঐ, ২৮ পৃ.)*।

৩. ‘তারা এদেশীয় কিছু লোককে দিয়ে ‘দ্বীন কায়েমে’র অপব্যাখ্যা সম্বলিত লেখনী যেমন জনগণের নিকটে সরবরাহ করছে, তেমনি অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত তরুণদেরকে ‘জিহাদে’র অপব্যাখ্যা দিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছে। পত্রিকান্তরে একই উদ্দেশ্যে তৎপর অন্যূন ১০টি ইসলামী জঙ্গী সংগঠনের নাম এসেছে। এমনকি কোন কোন স্থানে এদের দেওয়াল লিখনও নযরে পড়ছে। বলা যায়, এদের সকলেরই উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দ্রুত দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও ইসলামী হুকুমত কায়েম করা’ *(ঐ, ৩১ পৃ.)*।

৪. ‘এইসব চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীছের বিকৃত ব্যাখ্যা করে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহকে ও তাদের সম্মানিত আলেম-ওলামাকে কাফির-মুশরিক বলে অভিহিত করছে ও তাদেরকে হত্যা করার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য ক্রমেই পরিবেশ ঘোলাটে করছে। ...মূলতঃ তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বশূন্য করার বিদেশী নীল-নকশা বাস্তবায়নে মাঠে নেমেছে’ *(ঐ, ৩৩ পৃ.)*।

৫. ‘জিহাদের নামে এদের চরমপন্থী আক্বীদাকে উস্কে দিয়ে বর্তমানে দেশদ্রোহী কায়েমী স্বার্থবাদীরা তাদের হীন স্বার্থ উদ্ধারের নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে। এদের থেকে সাবধান থাকা যরূরী’ *(ঐ, ৩৫ পৃ.)*।

৬. ‘দেশের ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হৌক বা নিরস্ত্র হৌক যেকোন ধরনের অপতৎপরতা, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ ইসলামে নিষিদ্ধ। বরং সরকারের জনকল্যাণমূলক যেকোন ন্যায়সঙ্গত নির্দেশ মেনে চলতে যেকোন মুসলিম নাগরিক বাধ্য’ *(ঐ, ৩৫ পৃ.)*।

৭. ‘বর্তমানে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কিছু তরুণকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উস্কে দেওয়া হচ্ছে। বাপ-মা, ঘরবাড়ি এমনকি লেখাপড়া ছেড়ে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরছে। তাদের বুঝানো হচ্ছে ছাহাবীগণ লেখাপড়া না করেও যদি জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত পেতে পারেন, তবে আমরাও লেখাপড়া না করে জিহাদের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করব। কি চমৎকার ধোকাবাজি। ইহুদী-খ্রিষ্টান-ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে যাক, আর অশিক্ষিত মুসলিম তরুণরা তাদের বোমার অসহায় খোরাক হৌক-এটাই কি শত্রুদের উদ্দেশ্য নয়’ *(ঐ, ৩৯ পৃ.)*।

৮. ‘সাম্প্রতিককালে জিহাদের ধোঁকা দিয়ে বহু তরুণকে বোমাবাজিতে নামানো হচ্ছে। অতএব হে জাতি! সাবধান হও!’ *(ঐ, ৪০ পৃ.)*।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত সমূহ :

১. ১৩/০৮/২০০০ইং তারিখে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন স্বাক্ষরিত ৬৬/১-৩৮/২০০০ নং পত্রে যেলা সভাপতিদের উদ্দেশ্যে জানানো হয় যে, ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ জিহাদের নামে কখনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমে বিশ্বাসী নয়। ... কোন সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক বা সমর্থন নেই’।

২. ৯/১১/২০০১ইং তারিখে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয় যে, ‘এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন জঙ্গীবাদী ও চরমপন্থী ব্যক্তি বা দলের প্রতি ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ বা ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’র কোনরূপ সমর্থন বা সম্পর্ক নাই। এসব দলের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হইলে সংগঠনের যে কোন স্তরের, যে কোন ব্যক্তি, যে কোন সময়ে সংগঠন হইতে বহিস্কৃত বলিয়া গণ্য হইবেন’।

সংগঠনের মুখপত্র মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর ফৎওয়া :

মাসিক **‘আত-তাহরীক’**-এর নিয়মিত বিভাগ ‘প্রশ্নোত্তরে’ আগষ্ট ২০০০ সংখ্যায় *(প্রশ্নোত্তর নং ২৪/৩২৪)* এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলা হয়েছে যে, ‘বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। ..কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না’। এছাড়াও চরমপন্থা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এ যাবৎ বিভিন্ন সময়ে অগণিত ফৎওয়া প্রকাশিত হয়েছে।

প্রচারে : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), বিমানবন্দর রোড, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫।